৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

কঙ ০৮৭৬২৯৮

পরিশিষ্ট-খ

ইসলামপুর পৌরসভা তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (পি.আই.ইস.সি)পরিচালনা বিষয়ক চুক্তিপত্র

প্রথম পক্ষঃ উপজেলা নিবাহী অফিসার

দ্বিতীয় পক্ষঃ পৌর পরিষদ মেয়র

তৃতীয় পক্ষ: পৌর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (পি.আই.এস.সি)

পরিচালনার জন্য নিবাচিত উদ্যোক্তা

এই চুক্তিপত্র ....ইং সালের............মাসের..................ইং তারিখে নিম্নোক্ত পত্রদ্বয়ের মধ্যে নির্দেশিত ।

প্রথম পক্ষঃ-
উপজেলা নিবাহী অফিসার(নাম)- (মো: মাসূমুর রহমান)
উপজেলাঃ ইসলামপুর
ডাকঘরঃ ইসলামপুর
জেলাঃ জামালপুর ।

দ্বিতীয় পক্ষঃ-
পৌর মেয়র: মো: আ: কাদের শেখ
ইউনিয়নঃ ইসলামপুর পৌরসভা
উপজেলাঃ ইসলামপুর
ডাকঘরঃ ইসলামপুর
জেলাঃ জামালপুর ।

মোঃ আব্দুল কাদের সেখ
মেয়র
ইসলামপুর পৌরসভা
জামালপুর ।

তৃতীয় পক্ষঃ-
পৌর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র(পি.আই.এস.সি)
উদ্যোক্ত-১(নাম)- মো: লেবু মিয়া
পিতা : মো: তিলাপ উদ্দিন
মাতাঃ মোছা: সাইবেনী আক্তার
[redacted]
ইউনিয়নঃ ইসলামপুর পৌরসভা
উপজেলাঃ ইসলামপুর
জেলাঃ জামালপুর ।

সুপ্রিয়া পাল
পিতা: সজল পাল
মাতা: কামনা পাল
গ্রাম: কিংজাল্লা , ডাকঘর: ইসলামপুর
উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর।

১। চুক্তির শর্তসমূহঃ
১। প্রথম পক্ষ" (উপজেলা নিবাহী অফিসার)-এর দায়িত্ব)

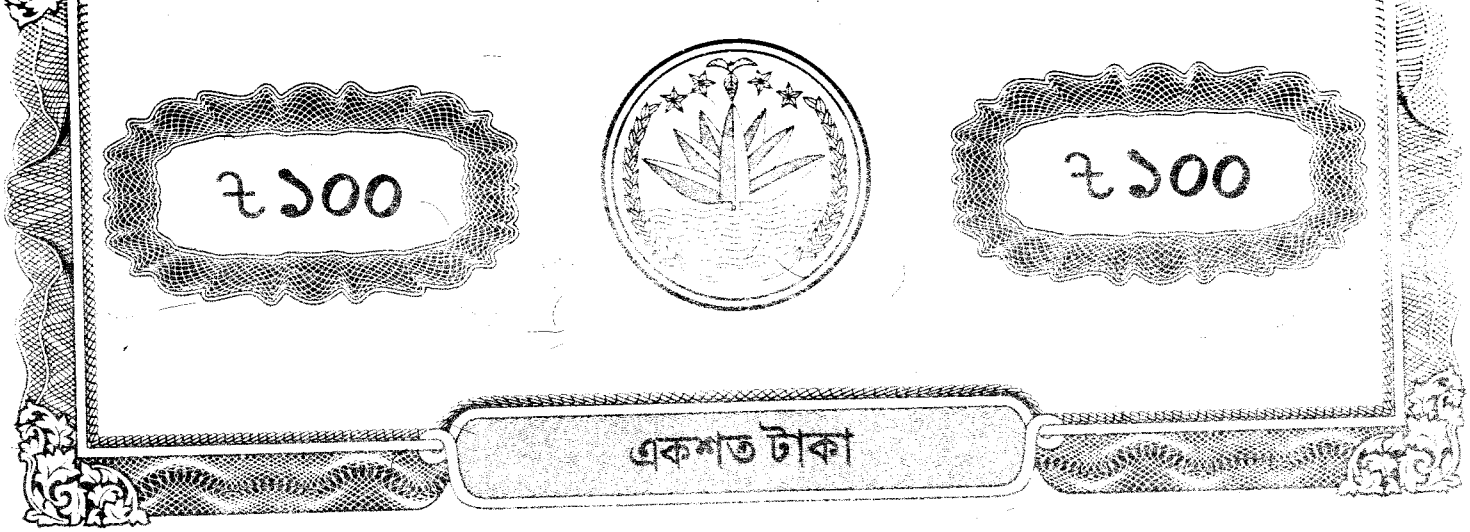

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

কঙ ০১৭৬২১৯

১.২। পি.আই.এস.সি সমূহকে টেকসই করার জন্য পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্তগণ যাতে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করা ;

১.৩। কেন্দ্রে স্থাপিত মালামালের পূণাঙ্গ তালিকা ক্রয়মূল্য ও ওয়ারেন্টি পিরিয়ড উদ্বুদ্ধ করে ২য় পক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া তবে মালামালের মালিকানা ১ম পক্ষের থাকবে। মালিকানা সংক্রান্তে এ মন্ত্রণালয়ের সময়ে সময়ে প্রদত্ত আদেশ সকল পক্ষের জন্য বাধ্যকর হবে;

১.৪। পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাগণ যে সকল কারিগরী সমস্যা ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টা ও স্থানীয় পযায়ে সমাধান করতে পারবেন না, সে সকল ক্ষেত্রে অন্যত্র থেকে কারিগরি সাহায্য পাবার ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করবেন;

১.৫। পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাগণের আয়-ব্যায় হিসাব যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করবেন এবং উদ্যোক্তাকে যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;

১.৬। উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তার তত্বাবধানে একটি টিম ই-সেন্টারের কাযক্রম নিয়মিত তদারকি ও সমন্বয় করবেন;

১.৭। পি.আই.এস.সি এর পরিচালনা সংত্রান্তে ২য় ও ৩য় পক্ষের মাঝে কোন বিরোধের সৃষ্টি হলে তিনি উপজেলা পরিষদ এর মাধ্যমে তা নিরসনের পদক্ষেপ নিবেন;

১.৮। ইউনিয়ন ও পৌর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনার বিষয়ে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় পক্ষ(ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান)এর দায়িত্বঃ

২.১। পি..আই.এস.সি এর পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন;

২.২। যাবতীয় সেবা প্রদানের জন্য পি..আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ফি নির্ধারণ করবেন। প্রতি বছর জুলাই মাসে এ ফি পযালোচনা বা রিভিউ করা যাবে এবং নতুন ভাবে নির্ধারণ করা যাবে। তবে ফি নির্ধারণ অবশ্যই অপরাপর ইউনিয়ন পরিষদের এ সংক্রান্ত ধায্যকৃত ফি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

২.৩। ফি নির্ধারণ সংক্রান্তে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে সিদ্ধান্তের জন্য উপজেলা নিবাহী অফিসার ক্ষেত্রমতে উপজেলা পরিষদের সভায় উত্থাপন করবেন। এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কাযালয় থেকে পৃথক জায়গায় কোন এলাকার ক্ষেত্রে পি.উআই.এস.সি স্থাপন করা হলে সেক্ষেত্রেও ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

২.৪। পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্ত গণের আয়-ব্যায় হিসাব যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করবেন এবং উদ্যোক্তাগণকে যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;

২.৫। পি..আই.এস.সি এর মাধ্যমে যাতে ইউনিয়ন পরিষদের স্বাভাবিক কাযক্রম ক্ষতিগস্থ না হয় বা ইউনিয়ন পরিষদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন না হয় অথবা এমন কোন কাযক্রম পরিচালিত না হয় যার মাধ্যমে এলাকার নিজস্ব সংস্কৃতি কৃষ্টি বা সামাজিক ঐতিহ্য ক্ষতিগস্থ হয় এ বিষয়সমূহের দিকে কড়া নজর রাখবেন।

২.৬। পি..আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের দুই বছরকাল পযন্ত বছরকাল পযন্ত পি..আই.এস.সি থেকে অর্জিত লাভ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রহণ করবে না;

২.৭। পি..আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাদের সাথে উদ্যোক্তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের দুই বছর(২৪ মাস) পর ইউনিয়ন পরিষদ পি..আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাদের নিকট হতে নতুন সম্পাদিত চুক্তি সম্পাদন করবেন সে ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ইউ.আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাদের নিকট হতে নতুন সম্পাদিত চুক্তি মূলে মোট প্রকৃত আয়ের সব্বোচ্চ ১৫% পযন্ত ইউ.আই.এস.সি এর উদ্যোক্তা গণের কাছ থেকে দাবী করতে পারবে তবে ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক লাভের চেয়ে ইউ.আই.এস.সি কে চালু রাখার প্রতিই সবাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

পি..আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের দুই বছর(২৪ মাস) পর ইউনিয়ন পরিষদ পি..আই.এস.সি এর

নিকট হতে নতুন সম্পাদিত চুক্তি মূলে মোট প্রকুত আয়ের সর্ব্বোর্চ্চ ১৫% পযর্ন্ত পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্তা গণের কাছ থেকে দাবী করতে পারবে। তবে ইউনিয়ন পরিষদকে আর্থিক চেয়ে ইউ.আই.এস.সি কে চালু রাখার প্রতিই সবার্ধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
২.৯। পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের নূন্যতম দুই বছর(২৪ মাস) পযর্ন্ত পি.আই.এস.সি পরিচালনার জন্য কক্ষের ভাড়া, পানির বিল ও অন্যান্য সার্ভিস বাবদ (ইন্টারনেট এবং টেলিফোন মোবাইল বিল ব্যাতীত) কোন অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রহন করবে না।
২.১০। পি..আই.এস.সি এর কক্ষের মেরামত কাজের জন্য প্রয়োজন হলে ইউনিয়ন পরিষদ তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এজন্য উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে কোন অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ গ্রহণ করবে না;
২.১১। সরকারের পক্ষ থেকে সময় সময় জারিকৃত নির্দেশাবলী পালন করতে হবে।

৩। তৃতীয় পক্ষ(পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাদের)-এর দায়িত্বঃ

৩.১। পি..আই.এস.সি তে প্রাপ্ত সকল যন্ত্রপাতির নিরাপদে হেফাজত,সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য দায়ী থাকবেন। কম্পিউটারসহ কেন্দ্রে স্থাপিত যাবতীয় সন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির সুস্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন;
৩.২। তার হেফাজতে থাকাকালীন তার অবহেলার কারণে পি.আই.এস.সি এর কোন সম্পদ খোয়া বা চুরি গেলে বা বিনষ্ট হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নির্ধারিত মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে বাধ্য থাকবেন। এরুপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নিবার্হী অফিসার পি..আই.এস.সি এর কোন সম্পদ খোয়া বা চুরী গেলে বা বিনষ্ট হওয়ার তথ্য প্রাপ্তির পর অবিলম্বে নিজে তদন্ত করবেন এবং সম্পদ খোয়া বা চুরী গেলে বা বিনষ্ট হওয়ার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে একটি প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এ প্রেরণ করবেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করলে তা সকলের জন্য বাধ্যকর হবে। এরুপ ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে;
৩.৩। স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে অবাধে তথ্য সেবা পেতে পারে তার সবার্ত্মক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।
৩.৪। কম্পিউটার কম্পোজ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা ও ভিডিও কনফারেন্স ও অন্যান্য সেবা পৌর পরিষদ কতৃক নির্ধারিত ফি এর মাধ্যমে প্রদান করবেন।
৩.৫। বিভিন্ন শ্রেনী পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থী দল গঠন করে তাদেরকে পৌর পরিষদ কতৃর্ক নির্ধারিত ফি এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন;
৩.৬। স্থানীয় পযার্য়ে বাণিজ্যিক সেবার চাহিদা নির্ধারণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী পরিচালনা করবেন;
৩.৭। প্রতিদিনের বাজার দর ও চাকরির খবরের আবডেট তালিকা তৈরি করে তা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখবেন;
৩.৮। সরকারী ছুটির দিন ব্যাতীত অন্যান্য দিন কমপক্ষে দৈনিক ০৮(আট) ঘন্টা পি.আই.এস.সি চালু রাখবেন। স্থানীয় চাহিদার নিরিখে ইউনিয়ন পরিষদ উল্লিখিত সময়ের বাহিরেও পি.আই.এস.সি চালু রাখতে পারবেন। সরকারী জুরুরী কাজে এ সময় সীমা প্রযোজ্য হবে না;
৩.৯।সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয় থেকে পি..আই.এস.সি এর পরিচালনা ব্যয় নিবাহ করবেন এবং এই চুক্তি সম্পাদনের পরবর্তী দুই বছর পযর্ন্ত অতিরিক্ত আয় উদ্যোক্তাগণ প্রাপ্য হবেন। দুই বছর পর এ চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদে ২.৭ এর বিধান প্রযোজ্য হবে;
৩.১০। পি..আই.এস.সি এর উপকরণসমূহ ওয়ারেন্টি পিরিয়ড অতিবাহিত হওয়ার পর উদ্যোক্তাগণ নিজস্ব অর্থায়নে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা করবেন;
৩.১১। এ চুক্তির অনুচ্ছেদে ২.৮ এর বিধানের আলোকে বিদ্যুৎ,ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন/ফাক্স এর বিল নিয়মিত পরিশোধ করবেন এবং প্রিন্টার এর টোনার সহ যন্ত্রপাতি সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় করবেন;
৩.১২। দৈনিক আয়-ব্যায়ের হিসাব নির্ধারন হিসাব ব্যবস্থাপনা ছকে সংরক্ষণ করবেন;
৩.১৩। প্রতি মাসের মাসিক কর্মপ্রতিবেদন (রিপোর্ট)তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট জমা দিবেন।

৩.১৪।উদ্যোক্তাগণ প্রয়োজনবোধে ২য় পক্ষের মাধ্যমে ১ম পক্ষের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমন, ফটোকপিয়ার, কালার প্রিন্টার নিজস্ব অথায়নে পি.আই.এস.সিতে পরিচালনা করতে পারবেন । এরুপ ক্ষেত্রে ১ম পক্ষ শর্ত আরোপ সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করবেন । তবে যে ক্ষেত্রে আই পি এস সহ সোলার প্যানেল সরবরাহ করা হয়েছে-সে ক্ষেত্রে সোলার প্যানেল এর সাযুজ্যতার ও ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন যন্ত্র কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না । এরুপ ব্যবহারের কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে ১ম পক্ষ উপজেলা নিবার্হী অফিসার এ চুক্তি তাৎক্ষনিক ভাবে বাতিল করতে পারবেন;
৩.১৫।১ম ও ২য় পক্ষের চাহিদা মোতাবেক ইউ.আই.এস.সি এর প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রেরণ করবেন;
৩.১৬। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহায়তার জন্য সবর্দা ১ম পক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে; ৩য় পক্ষ,১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কেন্দ্রের বাইরে নিতে পারবে না।
৩.১৭। ৩য় পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ বা লঙ্ঘণ করলে এবং এ কারনে চুক্তি বাতিল হলে ৩য় পক্ষ ২য় পক্ষকে যথাযথ হিসাব সহ কেন্দ্রের সকল মালামাল হস্তান্তর/বুঝিয়ে দিবেন;
৩.১৮। কেন্দ্র পরিচালনার বিষয়ে ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ কতৃর্ক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা মেনে চলতে ৩য় পক্ষ সবর্দা বাধ্য থাকবেন;
৩.১৯। পি..আই.এস.সি হতে প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত আইন, বিধিবিধান বা সামাজিক অসুশাসন ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না যার দ্বারা জাতি, ধর্ম,বর্ণ বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে অথবা যা স্থানীয় প্রশাসণ তথা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে পারে;
৩.২০। পি..আই.এস.সি হতে নির্ধারিত সেবা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ব্যবসা বা কাযক্রম পরিচালনা করা যাবে না । ৩য় পক্ষ অত্র সেন্টার হস্তান্তর বা সাব-লেট দিতে পারবে না,কোন প্রকার বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না।
৩.২১। চুক্তির মেয়াদকালে একই এলাকার ৩য় পক্ষ একই ধরণের সেবা প্রদানের জন্য অন্য কোন উদ্যোক্তার সাথে আগামী দুই বছরের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হবেন না;
৩.২২। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস পালনে ২য় পক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সহায়তা করবেন;
৩.২৩। ৩য় পক্ষ তার আয়ের জন্য আয়কর প্রদানযোগ্য হলে তা পরিশোধ করবেন:
৩.২৪। সরকার কতৃর্ক দেশের অপরাপর ইউনিয়নে ইতোপূবে প্রতিষ্ঠিত ইউ.আই.এস.সি কিংবা উপজেলা ই-সেন্টারের কতৃর্ক প্রদত্ত নিয়মে সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং তথ্য আদান প্রদান পদ্ধতি অনুসরন ও নিশ্চিত করা;
৩.২৫। কোন উদ্যোক্তা দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে নূন্যতম এক মাস পূবে লিখিত ভাবে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করবেন । এ ক্ষেত্রে অত্র বিধান অনুসরন সাপেক্ষে পরবর্তী নিয়োগ কাযক্রম সম্পন্ন হবে ।
৩.২৬। উদ্যোক্তা পরিচালক কোন শর্তভঙ্গ করলে প্রচলিত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
৩.২৭। সরকারের পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশাবলী পালন করতে হবে;

চুক্তির মেয়াদ;

১। চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ইউ.আই.এস.সি এর কাযক্রম চালু করতে হবে । অন্যথায় চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে;
২। অত্র চুক্তিপত্রের মেয়াদ চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে ২(দুই) বৎসর পযর্ন্ত বলবৎ থাকবে । অতঃপর ৩য় পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী কাযর্ক্রম পরিচালনা করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুক্তি পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য নবায়ন করা হবে । পরবর্তীতে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিপত্র নবায়ন করা যাবে;

চুক্তি জারীকরণ ও বলবৎকরণ;
১। তিনটি অবিকল সেটে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়ে জারী হলো-যার একটি করে অনুলিপি পক্ষত্রয়ের নিকট থাকবে;
২। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এই চুক্তি বলবৎ হবে;

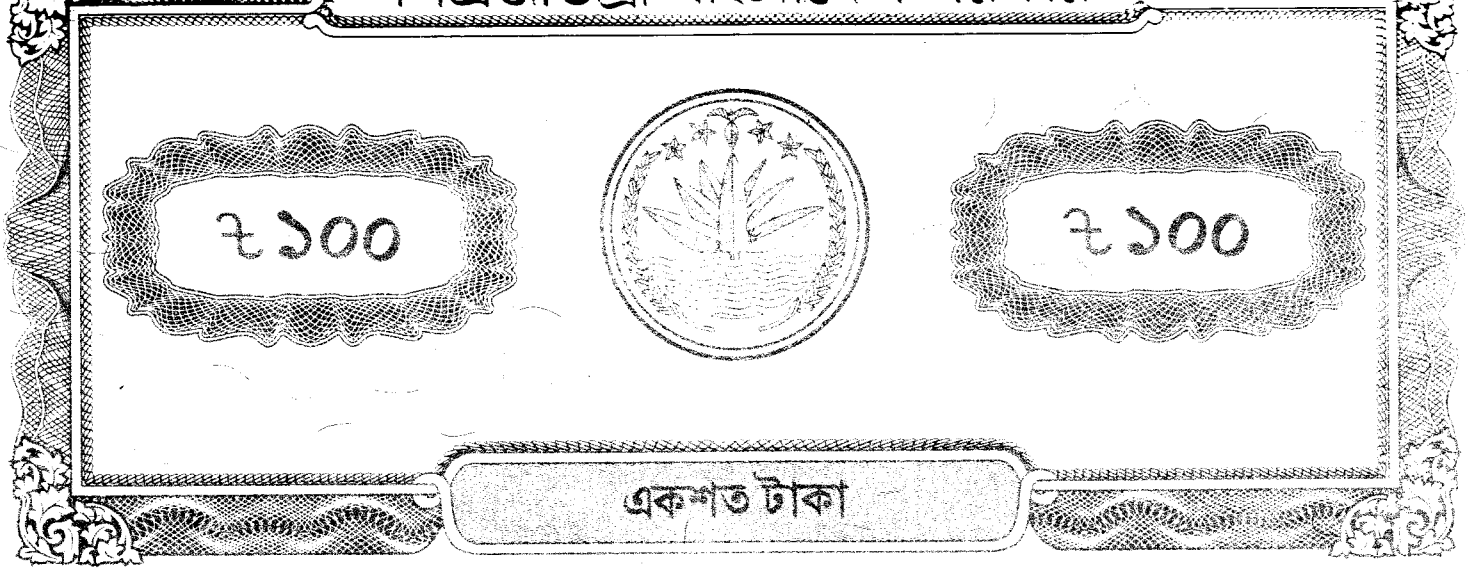

কঙ ০৮৭৬৩০০

৩। দূর্ঘটনায় কিংবা দৈব কারনে এই চুক্তি বা চুক্তির কোন অংশ যদি পালন করা না যায় তবে সে ক্ষেত্রে কোন পক্ষকে দায়ী করা এবং সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী এই চুক্তি পরিচালিত হবে;

৭। বাতিল;

নিম্নোক্ত কারনে প্রথম, দ্বিতীয় ও ৩য় পক্ষ সম্মত হয়ে ১ম ও ২য় পক্ষ যৌথভাবে অথবা যে ৩য় পক্ষ এককভাবে উদ্যোক্তা বাতিল করতে পারবেন।

ক.পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম যথাযথ ও সন্তোষজনক না হলে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীল জন্য তথ্যসেবা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে ১ম পক্ষ ১৫ দিনের নোটিশ প্রদান পূবর্ক ৩য় পক্ষ বা আত্বপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে চুক্তি বাতিল করতে পারবেন;

খ.৩য় পক্ষ কেন্দ্র পরিচালনায় অনিচ্ছুক হলে ৩০ দিনের আগাম নোটিশ প্রদানপূবক চুক্তি বাতিল করতে পারবেন;

গ.দৈব দুবর্পাকের কারণে চুক্তি বাতিল করতে পারবেন।

৮। সরকারী আইনের প্রাধান্য;

যে সব বিষয় উপরে উল্লেখ করা হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে সরকারের প্রচলিত আইনের বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।

৯। ঘোষণা;

আমি সেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিস্কে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই চুক্তিপত্র দলিল পাঠ করে এর মমার্থ সম্পর্কে সঠিক ও শুদ্ধ বিবেচনা করে স্বাক্ষীগঝের উপস্থিতিতে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করছি।

মো: মাসূমুব রহমান

ক.১ম পক্ষ উপজেলা নিবার্হী অফিসার এর নাম — স্বাক্ষর

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ইসলামপুর, জামালপুর।

মো: আ: কাদের শেখ

খ. ২য় পক্ষ পৌর পরিষদ মেয়র এর নাম — স্বাক্ষরঃ

মোঃ আব্দুল কাদের শেখ
মেয়র
ইসলামপুর পৌরসভা
জামালপুর।

মে: লেবু মিয়া

গ. তৃতীয় পক্ষ পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্ত-১ এর নাম — স্বাক্ষরঃ

সুপ্রিয়া পাল

গ. তৃতীয় পক্ষ পি.আই.এস.সি এর উদ্যোক্ত-২ এর নাম — সুপ্রিয়া

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষরঃ- — স্বাক্ষরঃ

১। কনিকা রানী পাল, গ্রাম: কিং বোল্লা, ডাকঘর: ইসলামপুর, ইসলামপুর জামালপুর

২। মো: [illegible] মিয়া গ্রাম+পো: [illegible], ইসলামপুর, জামালপুর